কুবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ, পরীক্ষা স্থগিত

কুবি সংবাদদাতা

১২ মার্চ, ২০২৫ ১৫:৩৪

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক কাজী এম আনিছুল ইসলামের বিরুদ্ধে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

বুধবার (১২ মার্চ) বিভাগের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মাহমুদুল হাসান রাহাত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টর, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে একটি বেনামি ঠিকানা থেকে ই-মেইল করা হয়।

মেইলে উল্লেখ করা হয়, ‘গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১৫তম ব্যাচের সেমিস্টার পরীক্ষা চলছে। এই সেমিস্টারের প্রতিটি কোর্সের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এই কোর্স না শুধু প্রতিটি কোর্সের পরীক্ষারই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। বিভাগের শিক্ষক কাজী আনিছ এক নারী শিক্ষার্থীকে এগুলো দিয়েছেন।

,

মেইলের সঙ্গে বিগত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত কিছু পিডিএফ সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি পিডিএফের মেটাডাটা উল্লেখ করা হয়। মেটাডেটা বিশ্লেষণে শিক্ষক কর্তৃক সরবরাহ করা পিডিএফ ফাইল তৈরির ডিভাইস, তারিখ উল্লেখ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, একটি ই-মেইলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ আসে।

অভিযোগে বলা হয়, ওই বিভাগের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষক কাজী এম আনিছুল ইসলামের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি তাকে একাধিকবার প্রশ্ন পত্র ফাঁসের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন।

আরো পড়ুন

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবি

বিভাগের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মাহমুদুল হাসান রাহাত বলেন, ‘উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় আলোচনা করে আগামীকালের পরীক্ষা স্থগিত করেছি। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এই বিষয়টি যেহেতু বেনামি মেইল থেকে আসা তাই আমরা সরাসরি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না যদি শিক্ষার্থীরা লিখিত অভিযোগ না দেয়।’

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও প্রভাষক জাকিয়া জাহান মুক্তা বলেন, 'প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠেছে, এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

আমরা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করব। অভিযোগটি ভিত্তিহীন নাকি সত্য, তা তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

এবিষয়ে জানতে অভিযুক্ত শিক্ষক কাজী এম. আনিছুল ইসলামকে জিঙ্গেস করা হলে তিনি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ নূরুল করিম চৌধুরী বলেন, 'প্রশ্নফাঁসের বিষয়ে এ সংক্রান্ত একটি মেইল পেয়েছি। আমরা ঐ বিভাগের চেয়ারম্যানসহ কথা বলেছি। আগে বিভাগের একাডেমিক কমিটি বিষয়টি দেখবে। তারপর এই বিষয়ে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নেবে, তা বাস্তবায়ন করব।'

আরো পড়ুন

কুবিতে এবার আসনপ্রতি লড়বেন ৬৪ জন

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাসুদা কামাল বলেন, 'আমাদের কাছে এখনো লিখিত অভিযোগ আসেনি। বিভাগ বা শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব। '